সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)

- সিকান্দার আবু জাফর

পাঠ- ০১

উদ্দেশ্য

নাটকটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা–

ক. দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী তথা অপশক্তির কবলে পড়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মর্মান্তিক পরাজয় ও অসহায় মৃত্যুতে ব্যথিত ও বিচলিত হবে।

খ. স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হবে।

গ. নাট্যকারের অন্যান্য লেখা পড়তে আগ্রহী হবে।

ঘ. নাট্যকার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে।

নাট্যকার-পরিচিতি

জন্ম: ১৯১৮।

জন্মস্থান: তেঁতুলিয়া গ্রাম, খুলনা (বর্তমানে সাতক্ষীরা)।

পেশা: মূলত সাংবাদিক। 'সমকাল' তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।

সাহিত্যকর্ম: কবিতা ও নাটক।

মৃত্যু: ৫ আগস্ট, ১৯৭৫।

মূলপাঠ: সংক্ষিপ্ত

'সিরাজউদ্দৌলা' ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর (নবাব সিরাজউদ্দৌলা) রাজত্বকাল এক বছরের কিছু বেশি (১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন, ১৯৫৭ পর্যন্ত)। তিনি সিংহাসনে বসার পরপরই তাঁর বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হতে থাকে। তিনি এগুলো মোকাবিলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং সর্বশেষে পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর পরাজয় ও পতনের মাধ্যমে পূর্ব-ভারতের (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। পলাশির যুদ্ধে তাঁর পক্ষে ছিলেন বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক সেনাপতিবৃন্দ (মোহনলাল, মিরমর্দান, বদ্রি আলি খাঁ, নৌবে সিং প্রমুখ)। বিপক্ষে ছিলেন প্রধান সেনাপতি মিরজাফর আলি খান, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ প্রমুখ এবং কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ।

ইতিহাসমতে, পলাশির যুদ্ধে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের বেশি। ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা ৩ হাজারের কম। নবাবের বাহিনীর তিন ভাগের দুই ভাগ সৈন্য ছিল প্রধান সেনাপতির অধীনে এবং তিন ভাগের এক ভাগ ছিল নবাবের পক্ষে। নবাবের কামান ছিল ৫০টির বেশি, ইংরেজদের ছিল গোটা দশেক। অর্থাৎ নবাবের অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি থাকলেও তাঁর বাহিনীতে অনৈক্য ও বিভেদ ছিল। ইতিহাসমতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্মুখ যুদ্ধে নয়– ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। তাছাড়া যুদ্ধকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়-বৃষ্টি) নবাবের অস্ত্রভাণ্ডার ও সৈন্যবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটাও নবাবের পরাজয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

চরিত্রসমূহ

প্রধান চরিত্র– নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

অপ্রধান/পার্শ্বচরিত্র–

- ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নিসা), আমিনা বেগম (রাজমাতা), লুৎফুন্নিসা (রাজবধূ), মির্জা জয়নুদ্দিন (বিহারের দেওয়ান), মোহাম্মদি বেগ।
- মিরজাফর আলি খান, উমর বেগ (মিরজাফর আলি খানের গুপ্তচর), মিরমিরন (পুত্র)।
- উমিচাঁদ (পাঞ্জাবি শিখ), জগৎশেঠ (মাড়োয়ারি জৈন), রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ (ঢাকার দেওয়ান), রায়দুর্লভ (উড়িষ্যার দেওয়ান), নারান সিং (রাইসুল জুহালা/ নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর)।
- মোহনলাল (কাশ্মীরি হিন্দু), মিরমর্দান, সাফ্রেঁ।
- রজার ড্রেক (ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর), সার্জন হলওয়েল, ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, ইউলিয়ম ওয়াটস (কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক), অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন, কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ।

নাটকটির উল্লেখযোগ্য দিক

ক. নাটকটি ষাটের দশকে (১৯৬০ – ১৯৬৯) বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

খ. ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ বড়, না দেশের প্রজাস্বার্থ ও স্বাধীনতা বড়? এই প্রশ্নে নাট্যদর্শক ও পাঠক আলোড়িত হবে এবং তারা বৃহত্তর স্বার্থ তথা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্বঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

লিখিত ও মৌখিক

বিভিন্ন বোর্ড (২০১৬ - ২০১৯)